FEB 14 2001

তারিখ ....

পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৭......

অনুদান বন্ধের হুমকি ❑ মাদ্রাসা শিক্ষকদের বাসায় তল্লাশি

ওলামালীগের সমাবেশে যোগদানে বাধ্য করতে মাদ্রাসাগুলোর উপর সরকারের নানামুখী চাপ

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আওয়ামী ওলামালীগের সমাবেশে যোগদানে বাধ্য করতে মাদ্রাসাগুলোর উপর সরকার নানাভাবে চাপ সৃষ্টি করছে। ওলামালীগের সমাবেশে যোগ না দিলে সরকারী অনুদান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে প্রশাসন। গতকাল (মঙ্গলবার) হরতালের আগের রাতে পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন মাদ্রাসায় তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়া ফজরের নামাজের পর থেকেই বিভিন্ন মাদ্রাসার গেটে অবস্থান নিয়ে পুলিশ মাদ্রাসাগুলো অবরুদ্ধ করে রাখে। পুলিশ মাদ্রাসার প্রধানদের বাসা এবং শিক্ষকদের বাসায়ও তল্লাশি চালায়। ঢাকার একাধিক মাদ্রাসার প্রধান এবং শিক্ষকগণ এ প্রতিবেদককে জানান, আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী আওয়ামী ওলামালীগের সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। তা না হলে মাদ্রাসার অনুদান বন্ধ করে দেয়া হবে বলে হুমকি দিচ্ছে। সরকারী অনুদানবিহীন পরিচালিত কওমী মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং মস্তানরা সমাবেশে যোগ দেয়ার জন্য কঠোর নির্দেশ দিচ্ছে। লালবাগ এলাকার মাদ্রাসাগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যের লোকজন গিয়ে বলেছে, ওলামালীগের সমাবেশে যোগ না দিলে মাদ্রাসা বন্ধ করে দেয়া হবে। সরকারী প্রশাসন ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের এই কঠোর নির্দেশের পর থেকে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে।

এদিকে দেশবরেণ্য আলেম ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক ও মহাসচিব মুফতী ফজলুল হক আমিনীসহ ওলামা-মাশায়েখদের গ্রেফতারের পর সারাদেশে আলেমদের মধ্যে সরকার বিরোধী যে গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে ভীত হয়ে সরকার ওলামালীগের নামে মহাসমাবেশের প্রস্তুতি নিয়েছে। ভয়ভীতি দেখিয়ে ঢাকা ও আশপাশের জেলাগুলোর মাদ্রাসা থেকে লোক সমাগমের কৌশল নিয়েছে সরকার। অপরদিকে মোহাম্মদপুরে বন্ধ করে দেয়া ৪টি মাদ্রাসা এখনো তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। মাদ্রাসাগুলোর দফতরে টাকা ও মূল্যবান কাগজপত্র এবং আবাসিক ছাত্রদের টাকা-পয়সা ও কাগজপত্র কি হয়েছে এখনো তারা জানে না। তবে অভিযোগ রয়েছে, নূরানী তা'লীমূল কোরআন মাদ্রাসার দফতরে রাখা ৮ লাখ টাকা এবং আসবাবপত্র ও সিলিং ফ্যানগুলো লুটপাট হয়ে গেছে। গতকাল (মঙ্গলবার) সকালে মোহাম্মদপুরে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশের দখলে রাখা হয়েছে বন্ধ করে দেয়া ৪টি মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসার ভিতরে কাউকে এখনো প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না।